গাজীপুরে যৌথ অভিযানে ডাকাত সর্দারসহ ৫ সন্ত্রাসী গ্রেফতার

সংগৃহীত ছবি

গাজীপুরে সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্রের মূলহোতা ও অস্ত্রধারী পাঁচ সদস্যকে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার করেছে সিআইডি ও জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। তাদের কাছ থেকে দেশীয় অস্ত্র, গুলি ও লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গাজীপুরে সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্রের বিরুদ্ধে একাধিক সফল অভিযান চালিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পৃথক দুটি অভিযানে সিআইডি ও জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের যৌথ উদ্যোগে ডাকাত দলের সর্দারসহ পাঁচ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সিআইডি সূত্রে জানা যায়, গত ২ অক্টোবর রাতে গাজীপুর মহানগরের ধীরাশ্রম এলাকায় এক ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। অস্ত্রধারী ডাকাতরা পরিবারের সদস্যদের বেঁধে রেখে প্রায় ২২ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার, নগদ অর্থ ও মোবাইল ফোন লুট করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় গাজীপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

ঘটনার পরপরই সিআইডি গাজীপুর জেলা ও মেট্রো ইউনিট যৌথভাবে ছায়া তদন্ত শুরু করে। তদন্তের সূত্র ধরে শনিবার (৪ অক্টোবর) গভীর রাতে রাজধানীর সবুজবাগ থানার নন্দীপাড়া এলাকা থেকে ডাকাত দলের সর্দার মনিরকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি লুণ্ঠিত মোবাইল ফোন, ছয়টি ককটেল, ১১টি টর্চলাইট ও একটি কাটার উদ্ধার করা হয়।

একই দিনে গাজীপুর জেলা ডিবি পুলিশের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শ্রীপুর থানার ভবানীপুর বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী—ইমরান হোসেন, আশিকুল ইসলাম ও মেহেদী হাসান ইমনকে গ্রেফতার করে। তাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আরও দুই সহযোগীর নাম জানা যায়—শাহারিয়ার রহমান সাদাফ ও মোজাম্মেল হাসান রোমান। পরবর্তীতে ময়মনসিংহের ভালুকা ও গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরও গ্রেফতার করা হয়।

তাদের তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ একটি সচল পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই সংঘবদ্ধ চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে গাজীপুর ও আশপাশের এলাকায় ডাকাতি, অস্ত্র ব্যবসা ও চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা চলমান রয়েছে।

গাজীপুর জেলা পুলিশ সুপার বলেন,“এই অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে। আইনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত কেউই আইনের আওতার বাইরে থাকবে না।”

চলমান অভিযানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উন্নত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।